সকল খাইতে মাংস উপায় করিব
প্রযত্ন করিলে পাছে যে হয় হইব।
হেন কালে শৃগাল করিয়া জোড় করে
নীত বুঝাইয়া কহে সভার গোচরে।
দেখ দৈব যোগে আজি পড়িল হরিন
মাংস শ্রাদ্ধ করি আজি পিতৃলোক দিন।
স্নান করি শুচি হৈয়া সভে আইসে গিয়া
ততক্ষন মৃগ আজি রাখিব জাগিয়া।
বুদ্ধিমন্ত শৃগালে সভে যুক্তি ধরে
ততক্ষনে গেল সভে স্নান করিবারে।
সভা হৈতে জোষ্ঠ সিংহ বলিষ্ঠ বিশেষে
গিয়া স্নান করি আইল চক্ষুর নিমিষে।
স্নান করি আসি সিংহ দেখয়ে জম্বুকে
অত্যন্ত বিরসে বসি আছে হেঁট মুখে।

সিংহ বলে সখা কেনে বিরস বদন
স্নান করি আইস মাংস করিব ভক্ষণ ॥
শৃগাল কহিল সখা কি কহিব কথা
মুষিকের বচনে জন্মিল বড় ব্যথা ।
যখনে আপনে গেলে স্নান করিবারে
কুবচন বলে যে কহিতে লজ্জা করে ।
মহাবলি সিংহ বলি বলে সর্ব্বজন
আমি মাইল মৃগ তাহা করিবে ভক্ষণ ।
সিংহ বলে হেন বাক্য সহে কার প্রাণে
কোন ছার মুষা হেন বলয়ে বচনে ।
না খাইব মাংস আমি খাউক অপনি
নিজ বীর্য্য বলে মৃগ ধরিব এখনি ।
হেন বাক্য বলে তার মুখ না চাহিব
আপন আর্জ্জিত হৈতে শচ্ছন্দে খাইব ।

এত বলি গেল সিংহ গহন কাননে
স্নান করি ব্যাঘ্র তবে আইল তখনে ।
অস্তে ব্যস্তে কহে শিবা কহ প্রাণ সখা
ভাগ্যেতে তোমারে সিংহ না পাইল দেখা ।
অত্যন্ত তোমারে ক্রোধ হইয়াছে তাহার
নাহি জানি কি কহিলে কিবা সমাচার ।
এখনে গেলেন তেঁহো তোমা ধরিবারে ।
আমারে কহিল তেঁহো না বলিহ তারে ।
চিরকাল সখা তুমি না বলি কেমনে
বুঝিয়া করহ কার্য্য যেবা লয় মনে ।
এতেক শুনিয়া ব্যাঘ্র শৃগাল বচন
হৃদয়ে বিস্মিত হৈয়া ভাবে মনে মন ।
নাহি জানি কোন দোষ করিল তাহারে
ক্রোধ হৈয়াছেন পাছে না বুঝি আমারে ।

এখায় থাকিলে হবে দেখিয়ে প্রমাদ
স্থান তেয়াগিয়া যাব কি কায বিবাদ ।
এত বলি ব্যাঘ্র প্রবেশিল ঘোর বনে
কতক্ষনে মুষিক আইল সেই স্থানে ।
মুষিক দেখিয়া শিবা জুড়িল ক্রন্দন
আইসহ সখা তোমা করি আলিঙ্গন ।
সখা হেন নকুল তার হৈল কুমতি
ছাড়িতে নারিল পূর্ব্ব আপন প্রকৃতি ।
আচম্বিতে সর্প সঙ্গে হৈল তার দেখা
যুদ্ধে হারি তার সঙ্গে হৈল তার সখা ।
স্নান করি এখানে আইল দুই জনে
সর্প্পেরে না দিল মাংস বরিতে ভক্ষনে ।
পঞ্চজন মিলিয়া মারিল যো । মৃগ
এখন আনিল নকুল আর ভাগ ।

সখা না পাইল ভাগ নকুল কুপিল
তোমারে ধরিয়া খাইতে নকুল বলিল।
দুই জন মেলি গেল তোমা খুজিবারে
এথা আইলে ধরিহ বলিয়া গেল মোরে।
এত শুনি যম্বুকের উড়িল পরান।
অতি শীঘ্র পালাইয়া গেল অন্য স্থান।
হেনকালে নকুল আসিয়া উপনিত
নকুল শৃগাল দেখে মহা ক্রোধচিত।
সিংহ হৈয়া তিন জন করিল সমর
যুদ্ধেতে হারিয়া মোরে গেল বনান্তর।
তোর শক্তি থাকিলে আসিয়া কর রণ
নহিলে পালাহ তুমি লইয়া জীবন।
সন্মুখে নকুল ক্ষুদ্র শিবা বলবান
বিনা যুদ্ধে পলাইয়া গেল অন্য স্থান।

হেন মতে চারি বুদ্ধি চারি জনে কৈল
বুদ্ধে সভা জিনি মৃগী আপনি যাইল।
কলিক বলিল রাজা কর অবধানে
এমত করিলে রাজা পুত্রগন জিনি।
বলিষ্ঠ যুদ্ধেতে যিনি অনুমান বলে
লুব্ধ জনে ধন দিয়া মারিবেক ছলে।
শত্রুরে পাইলে রাজা কভু না ছাড়িব
বিশ্বাস করিয়া রাজা শত্রুরে মারিব।
জানিব যে শত্রু মোর প্রানের বৈরি
দিব্য করি আনাইয়া তথাপিহ মারি।
বিশ্বাসিয়া দিব্য করি মারি শত্রু সব
নাহিক ইহাতে পাপ কহিল ভার্গব।
শত্রুরে পালন করি করিয়া বিশ্বাস
খচরি জন্মিলে যেন গর্ভরি বিনাশ।

এ সব বুঝিয়া রাজা করহ উপায়
এখনে না কৈলে রাজা দুঃখ পাবে রায়
এত বলি কলিক চলিল নিজ ঘর
চিন্তিতে লাগিল মনে অন্ধ নরবর ॥
পুন্য কথা ভারথের শুনিলে পবিত্র
কাশীদাস দেবে কহে অদ্ভুত চরিত্র!

যুধিষ্ঠির যুবরাজ সুখি সর্ব্বজন
স্থানে২ বিচার করয়ে প্রজাগন।
ধর্ম্মশীল যুধিষ্ঠির দয়ার সাগর
পুত্র ভাবে দেখে রাজা যত মের কিঙ্কর।
যুধিষ্ঠির রাজা হৈল সব থাকি সুখে
রাজার নন্দন রাজ্য সম্ভবে তাহাকে।

ভীষ্ম রাজা না হইল সত্যের কারণ
ধৃতরাষ্ট্র না পাইল অন্ধ দ্বিনয়ন।
পূর্ব্বেতে হইল রাজা পাণ্ডু মহাশয়
বিধিমত আছে রাজ পুত্র রাজা হয়।
বিশেষে রাজার যোগ্য হয় যুধিষ্ঠির
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় সুবুদ্ধি গভীর।
চলহ যাইয়ে প্রজা আছিয়ে যতেক
যুধিষ্ঠিরে রাজা কর করি অভিষেক।
হাটবাট নগরে চত্তরে এই কথা
দুর্য্যোধনে শুনিয়া জন্মিল বড় ব্যথা।
বিরস বদনে গেল পিতার গোচর
দেখিলা জনক বসিয়াছে একেশ্বর।
সকরুণে পিতারে বলয়ে দুর্য্যোধন
অবধান শুন রাজা বলে প্রজাগণ।

অবিজ্ঞায় তোমারে করিল অনাদর
পতি ইচ্ছা করে সবে কুন্তির কুমার ।
ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ সেই রাজ যোগ্য নয়
যুধিষ্ঠিরে রাজা কর সে রাজতনয় ।
এই মতে বিচার করয়ে সর্ব্ব জন
রাজ পুত্র যুধিষ্ঠির হইবে রাজন ।
তাহার নন্দন হইলে সেহ হবে রাজা
আমা সভাকারে আর না গনিবে পুজা
অকারনে জন্ম এইপর পৃথ্বী জীবি
অকারনে জন্ম মোর হইল পৃথিবী ।
পুত্রের শুনিয়া রাজা এতেক বচন
হৃদয়ে বাজিল সেল চিন্তিত রাজন ।
কি করিব কি হইব চিন্তে মনেমনে
হেন কালে আইল তথা দুষ্ট মন্ত্রিগনে ।

দুশ্বাসন কর্ন আর সকুনি দুর্ম্মতি
বিচারিয়া কয় কথা অন্ধরাজ প্রতি।
পাণ্ডবের ভয় রাজা ভবে দূর যায়
বাহির করিয়া দেহ করিয়া ওপায়।
ক্ষনেক চিন্তিয়া বলে অম্বিকার নন্দন
কে যত্নে বাহির করি পাণ্ডুপুত্রগন।
যখন আছিল পাণ্ডু পৃথিবীতে রাজা
সেবকের প্রায় হৈয়া করিত মোর পূজা।
নামমাত্র রাজা সেই আমি দিলে খায়
নিরবধি সমর্পয়ে যথা যেই পায়।
মোর আজ্ঞাবর্ত্তি হইয়া থাকে অনুক্ষন
ভাই হইয়া কার ভাই নহিব এমন।
তাহার অধিক হইল তার পুত্রগন
আজ্ঞাবর্ত্তি হৈয়া মোর থাকে অনুক্ষন।

ইষ্টদেব প্রায় মোরে সেবে যুধিষ্ঠির
কোন দোষ দিয়া তারে করিব বাহির ।
বিশেষে বলিষ্ঠ হয় পঞ্চ সহোদর
তার অনুগত যত আছয়ে কিঙ্কর ।
পিতৃ পিতামহ তার পুষিল সভারে
কোন শক্তি হয় বলাৎকার করিবারে ।
দুর্য্যোধনে বলে যাহা করিলে প্রমাণ
পূর্ব্বেতে জানিয়া আমি করিল বিধান ।
যতরথি মহারথি আছে ভ্রাতৃগণ
সবারি করিয়া বশ দিয়া বহু ধন ।
সেবকগণের প্রতি নাহিক বিচার
নিশ্চয় বুঝিয়া কর্ম্ম কর আপনার ।
নগর বারণা বন্ত দেশের বাহির
ভ্রাতৃ মাতৃ সহ তথা যাউক যুধিষ্ঠির ।

এথা আমি নিজ রাজ্যে সব বস কৈলে
এথাতে আসিবে পুনঃ কত দিন গেলে ।
ধৃতরাষ্ট্র বলে তুমি কৈলে যে বিচার
নিরবধি এই চিত্তে জাগয়ে আমার ।
পাপকর্ম্ম বলি ইহা প্রকাশ না করি
গুপ্তে রাখি থাকি লোকাচার ভয় করি ।
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ বিদুরের ধর্ম্মচিত.
এ কথা স্বীকার না করিবে কদাচিত ।
এ চার জনার যদি নহিব স্বীকার
কার্য্য সিদ্ধি হইবেক কেমন প্রকার ।
এত শুনি পুনরপি বলে দুর্য্যোধন
তাহার যেমন ভীষ্ম আমার তেমন ।
অশ্বত্থামা গুরুপুত্র মোর অনুগত
দ্রোণ কৃপ সহ অশ্বত্থামার সম্মত ।

বিদুরে সর্ব্বাংশে সেবা করে পাণ্ডবেরে
হইলে সহজে একা কি করিতে পারে।
তুমিত চিন্তহ পিতা ইহার উপায়
পাণ্ডব থাকিতে নিদ্রা নাহিক আমায়।
ধৃতরাষ্ট্র বলে যদি করি বলাৎকার
অপযশ ঘুষিবেক সকল সংসার।
কেমন উপায় করি করহ মন্ত্রণা
আপন ইচ্ছায় যায় নগর বারুনা।
এত শুনি দুর্য্যোধন চলিল সত্তর
নানারত্ন লৈয়া গেলা মন্ত্রিগন ঘর।
এবে দুর্য্যোধন লৈয়া বিবিধ রতন
ক্রমেং বস্য কৈল সব মন্ত্রিগন।

শিক্ষাইল মন্ত্রিগনে কপট করিয়া
নগর বাকনাবন্ত উত্তম বলিয়া।
অনুব্রত কহে সভে সন্মুখে বিমুখে
নগর বাকনায় সম নাহি ইহ লোকে।
দুর্য্যোধন দুর্ম্মতি পাইয়া মন্ত্রিগনে
সেই মত বলিতে লাগিল অনুক্ষনে।
কত দিনে হৈল শিবরাত্রি চতুর্দ্দশী
রাজার নিকটে সব মন্ত্রিগন আসি।
নগর বাকনাবন্ত পুন্যক্ষে গনি
পুত্যক্ষে বৈসেন তথা দেব শূলপানি।
আর মন্ত্রি বলে সে জগত মনোরম
নগর বাকনাবন্ত ভুবনে উত্তম।
আর মন্ত্রি বলে তার নাহিক তুলনা
অমর কিন্নর তথা হয় সর্ব্বক্ষনা।

হেন মতে মন্ত্রিগন বলিতে বচন
বিধির লিখন কর্ম্ম না যায় খণ্ডন।
যুধিষ্ঠির বলে যদি পুন্যক্ষেত্রবর
দেখিব বারুনাবন্ত কেমন নগর।
এত শুনি ধৃতরাষ্ট্র আনন্দিত মন
হৃদয়ে কপট মুখে অমৃত বচন।
ইচ্ছা যদি হৈল তথা করিতে বিহার
সঙ্গে করি লৈয়া যাহ কত পরিবার।
জননী সহিত তথা পঞ্চ সহোদর
যথা সুখে বিহরহ বারুনানগর।
ধন রত্ন সঙ্গে লেহ যেই মনে লয়
কত দিন রহিয়া আসহ নিজালয়।
এত যদি ধৃতরাষ্ট্র বলে বারেবার
স্বীকার করিলা রাজা ধর্ম্মের কুমার।

দেখিবারে ইচ্ছামাত্র হইল আমার।
এখনে যাইতে বলে সহ পরিবার ॥
ধৃতরাষ্ট্র আজ্ঞা বহে ধর্মেরনন্দন
যেই আজ্ঞা করে তাহা না করে লঙ্ঘন ॥
যাইব বারুনাবন্ত কৈল অঙ্গীকার
ধৃতরাষ্ট্র চরনে করিল নমস্কার।
বিজ্ঞ মন্ত্রিগনে তবে করিয়া সম্ভাস ।।
যুধিষ্ঠির রাজা গেলা জননীর পাস ।
দেখি দুর্য্যোধন হৈলা হরিষ অন্তর
পুরোচন মন্ত্রি বলি ডাকিল সত্তর ।
জাতিতে জবন দুর্য্যোধনের বিশ্বাস
একান্তে আনিয়া তারে কহে মৃদুভাষ।
তোমার সমান নাহি মন্ত্রির ভিতরে
পরম বিশ্বাস তেঁই আনিলে তোমারে।

তোমার সহিত আমি করিতে বিচার
অন্য জন মধ্যে ইহা না হয় বিচার।
নগির বারুনাবন্ত পাণ্ডুপুত্র যায়
পাণ্ডব না যাইতে আগে যাইবে তথায়॥
খচর সংজোগ রথে করি আরোহন
অতিশীঘ্র গতি তথা করহ গমন।
উত্তম করিয়া স্থল করিয়া আলয়
অগ্নি গৃহ বিরচিবে যেন ব্যক্ত নয়।
স্তম্ব বিরচিয়া তাথে পুরাইবে ঘৃতে
স্বর্ন নিযোজিয়া গৃহ করিবে রচিতে।
মধ্যে২ দিবেবাস ঘৃতে পূর্ন করি
যেন মতে অগ্নি দিলে নিবারিতে নারি॥
এ মত রচিবে কেহ লক্ষিতে না পারে
নানাচিত্র বিরচিবে লোক মনোহরে।

জৌগৃহ বেড়িয়া করিবে অস্ত্রঘর
যন্ত্র বিরচিয়া অস্ত্র রাখিবে ভিতর ॥
জৌগৃহ হৈতে কদাচিত হয় ত্রাণ
অস্ত্রগৃহে অস্ত্রবাজি হারাবে পরাণ ॥
তার চতুর্দ্দিগে তবে খুদিবে গভীর
লাফে যেন পার নহে বৃকোদর বীর ।
সময় বুঝিয়া অগ্নি দিবে জৌগৃহে
একত্র থাকিবে তবে সমস্ত সময়ে ।
ত্বরিতে চলিয়া যাহ না কর বিলম্ব
শীঘ্রগতি কর গিয়া গৃহের আরম্ভ ।
দুর্য্যোধন আজ্ঞা পাইয়া মন্ত্রি পুরোচন
বাহন যুড়িল রথে পবনগমন ।
ক্ষনেকে পাইল গিয়া বারুণাবনগর
গৃহ বিরচিতে নিযোজিল নিশাচর ॥

যেমত করিয়া কহিলেন দুর্য্যোধন
ততৌধিক গৃহ বিরচিল পুরোচন।
ভ্রাতৃ সহ যুধিষ্ঠির সহিত জননী
সব বৃদ্ধগণ গেল যাগিতে মেলানি।
বাহ্লিক গান্ধেয় দ্রোণ কৃপ সোমদত্ত
গান্ধারি সহিত গৃহে স্ত্রীগণ যত।
একে২ সভাকারে করিয়া বিদায়
পুরোহিত বিপ্রগণে পুনমিল রায়।
পাণ্ডবের মিলন দেখিয়া দ্বিজগণ
ধৃতরাষ্ট্র নিন্দে বহু করিয়া গর্জ্জন।
দুষ্ট বুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্র করিল কুমতি
তেকারণে হেন কর্ম্ম করিছে অনিতি।
সতবুদ্ধি ধর্ম্মশীল পাণ্ডুপুত্রগণ
বাহির করিয়া দেয় দুষ্ট দুর্য্যোধন।

হেন জাঁর নগরে রহিতে না জুয়ায়
যথা যাবে যুধিষ্ঠির যাইব তথায়।
ধৃতরাষ্ট্র করে যেন হেন দুরাচার
কেমনে করয়ে ইহা গঙ্গার কুমার।
তারা সভে সহিলেক সভে দুষ্ট চিত্ত
আমা সব না সহিব যাইব নিশ্চিত।
এত বলি দ্বিজগন চলিল সংহতি
পুত্রদারা পরিবার লইয়া যান গতি।
আগুসরি বিদুর গেলেন কত দুরে
যুধিষ্ঠিরে কহিলেন ম্লেচ্ছ ভাষাচারে।
বারুনাবর্ত্তেরে যাহ পঞ্চ সহোদরে
সাবধানে থাকিবে আছয়ে [illegible]
সজনি অন্তক যেই শীতলের রিপু।
তাহে সাবধানেতে রাখিবে [illegible]।

এত বলি বিদুর করিলা আলিঙ্গন
স্নেহ বসে শিরে ধরি করিল চুম্বন ॥
নয়নের লোর ঝরে ভাসে গদগদে
যুধিষ্ঠির পঞ্চ ভাই প্রনমিল পদে ।
বাহুড়িয়া বিদুর চলিলা নিজালয়
বারনা চলিল পঞ্চ পাণ্ডব তনয় ।
প্রবেশ করিল গিয়া নগর ভিতর
আগুসরি নিল যত নগরের নর ।
হেনকালে পুরোচন কৈল নমস্কার
স্থাপিত হইয়া যেন রাজ ব্যবহার ।
করজোড় করি দুষ্ট পুরোচন কহে
এথান রহিতে কেন চল নিজ গৃহে ।
পূর্ব্ব হইতে আছে পুরী নির্ম্মান
মনোহর । [illegible] রাজাগান স্থান ।

তোমার গমন শুনি করিল মণ্ডন
বিলম্ব না কর তুমি দিন শুভক্ষন ॥
এত শুনি হৃষ্ট হৈলা পঞ্চ সহোদর
জননী সহিত গিয়া প্রবেশিল ঘর ॥
বিচিত্র নির্ম্মান ঘর লোক মন মোহে
দেখি আনন্দিত হৈল ধর্ম্মের তনয়ে ॥
তবে কতক্ষনে পুরী করি নিরীক্ষন
ভীমে দেখি যুধিষ্ঠির বলিল তখন ॥
গৃহের পরিক্ষা দেখি লহ বৃকোদর
মোর মনে বিশ্বাস না হয় এই ঘর ॥
তবে বৃকোদর ঘরের লইল আঘ্রান
জানিল আঘ্রানে জতু ঘৃতের নির্ম্মান ॥
অস্তে ব্যস্তে বৃকোদর কহে যুধিষ্ঠিরে
জোদৃত সর্পিঘা তৈল গন্ধ পাই ঘরে ॥

প্রত্যক্ষে অগ্নির ঘর ইথে নাহি আন
আমা সভা দহিবারে করেছে নির্ম্মাণ।
পথেতে দেখিল যত অনুচরগণ।
এই সব দ্রব্য আন্যা ছিল অনুক্ষণ।
যুধিষ্ঠির বলেন এখনে সাক্ষী পাইল
আসিতে জবনভাষে বিদুর বলিল।
বিশ্বাস করিয়া আমি এ গৃহে রহিলে
সভাই থাকিবে যদি নিদ্রার বিভোলে।
তখন অনল ইথে দিবে পুরোচন।
হেন বুঝি করিয়াছে দুষ্ট দুর্য্যোধন।
ভীম বলে এই যদি অনলের ঘর
পুনরপি যাই চল হস্তিনানগর।
যুধিষ্ঠির বলেন [illegible] নহে এ বিচার।
[illegible] কথা লোকে [illegible] তবে হইব প্রচার।

দুর্য্যোধন বিচার করিব নিজ চিত্তে
নিশ্চয়ে আমার কীর্ত্তি হইল বিদিতে।
সৈন্যগন সাজি দুষ্ট করিবেক রন
তার হাতে সর্ব্ব সৈন্য সর্ব্ব রত্ন ধন।
কি কায বিবাদে ভাই না যাব তথায়
নির্দ্ধন নিঃসৈন্য আমি নাহিক সহায়।
সাবধান হৈয়া এই গৃহেতে বঞ্চিব
আমরা জানিল বলি কেহ না বলিব।
পঞ্চ ভাই একত্রে না রহিব বিভোলে
এথা হইতে পলাইব কত দিন গেলে।
অনুক্ষন মৃগয়া করিব পঞ্চ জন
পথ ঘাট জ্ঞাত হব বন উপবন।
সব জ্ঞাত হইলে ইহা কেহ নাহি জানে
হেন মত বিচারে রহিল চয় জনে।

এথায় আকুল চিত্ত বিদুর সুমতি
নিরন্তর অনুশোচ পাণ্ডবের প্রতি ॥
কিমতে বাহির হব জৌগৃহ হৈতে
নিশ্চয় যাইবে কেহ না পারে লক্ষিতে ॥
বিচারিয়া বিদুর করিল অনুমান
খনক আনিল যে জানে সুড়ঙ্গ নির্ম্মান ॥
খনক সুবুদ্ধি বড় বিদুরে বিশ্বাস
সকল কহিয়া পাঠাইল ধর্ম্ম পাস ॥
খনক করিল যুধিষ্ঠিরে নমস্কার
ধিরে২ কহে বিদুরের সমাচার ।
বিদুর পাঠাইল আমা তোমার সদনে
তুমি খনিবারে আমি বড় বিচক্ষনে ।
একান্তে কহিল মোরে ডাকি নিজ পাসে
দুর্য্যোধন লোক বলি না যাবে বিশ্বাসে ॥

উথির কারণে চিহ্ন করিল আমারে
আসিতে কি ম্লেচ্ছ ভাষা কহিল তোমারে
শুনি যুধিষ্ঠির তবে করিল আশ্বাস
জানিল তোমারে আমি পরম বিশ্বাস।
বিদুরের প্রিয় তুমি তেঁই পাঠাইল
বিদুর সমান করি তোমারে জানিল।
আমা সভা ভাগ্যে তুমি হৈলা উপনিত
অবধানে দেখ দুষ্ট কৌরব প্রকৃত।
সোন জৌদ্ধত বাঁস মঞ্জুরি রচিত
যন্ত্রের মিলনি করি গৃহ চতুর্ভিত।
তবে চতুর্দ্দিগে গর্ত্ত গভীর বিস্তার
অক্ষৌহিনী বলে পুরোচন [illegible]
এই রিতে পড়িয়াছি বিপ[illegible]
উপায় করিয়া মুক্ত কর [illegible]

লোকে যেন নাহি জানে সব বিবরণ
হেন বুদ্ধি কর তুমি হয়্যে বিচক্ষণ।
শুনিয়া খনক তবে বলিল উত্তর
খুদিতে লাগিল গর্ত্ত গৃহের ভিতর।
গুলঙ্গের মুখে দিল কপাট উত্তম
উপরে মৃত্তিকা দিয়া কৈল ভূমি সম।
চতুর্দ্দিগে ছিল গর্ত্ত গহন গভীর
ততোধিক তথায় খনিল মহাবীর।
গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত খনক খনি গেল
সম্পন্ন করিয়া কার্য্য আসি নিবেদিল।
শুনিয়া হরিষ চিত্ত পঞ্চসহোদর
[illegible] খনক চলিল নিজ ঘর।
[illegible] কহে [illegible]র্ব্ব বিদুর বচন
চতুর্দ্দশী [illegible] অগ্নি দিবে পুরোচন।

সাবধান হইয়া থাকিবে পঞ্চজন
এত বলি খনক চলিল ততক্ষন।
এই কথায় তথায় রহিল পঞ্চজন
মৃগয়া করিয়া ভ্রমে বন উপবন।
বৎসরেক জৌগৃহে করিল নিবাস
পুরোচন বিরচিল হইল বিশ্বাস।
পুরোচন মন বুঝি ধর্ম্মের নন্দন
ভাইগনে আনিয়া বলিল ততক্ষন।
আমা সভা বিশ্বাস জানিল পুরোচন
সাবধান হইয়া থাকিবে পঞ্চজন।
আজি রাত্রে অগ্নি দিবে বুঝিল ধীরনে
বিদুরের কথা ভাই ভাবিত্ত মেয়নে।
ভীম বলে দিবসে করিতে নারে বল
রাত্রি হৈলে পাবে দুষ্ট আপনার ফল।

কুন্তিদেবী শুনিয়া বলিল পুত্রগণে
পালাইলে কোথায় ভ্রমিবে বনে বনে।
ভাল যতে কর আজি ব্রাহ্মণ ভোজন
ক্ষুধিত.বিপ্রেরে তোষ দিয়া বহুদান।
জননীর আজ্ঞায় আনিল দ্বিজগণ
কুন্তিদেবী করাইল ব্রাহ্মণ ভোজন।
ভোজন করিয়া দ্বিজ গেল সর্ব্বজন
অন্ন হেতু আইল যতেক দুঃখিগণ।
পঞ্চপুত্রসহ এক নিশাদ রমণী
অন্ন হেতু আইল যথা কুন্তিঠাকুরাণী।
পুত্রগণ দেখি তারে কুন্তি জিজ্ঞাসিল
আপন দুঃখের কথা নিশাদ কহিল।

তাহার দুঃখেতে কুন্তি হইল দুঃখিত
তথাই রহিল মনে পাইয়া পিরিত।
দিনকর অস্ত গেল নিশি প্রবেশিল
যথা স্থানে সর্ব্বলোক শয়ন করিল।
পরিবার সহ গৃহে শুইল পুরোচন
কত রাত্রে হৈল তরে নিদ্রা অচেতন।
বৃকোদরে আজ্ঞা দিল ধর্ম্মের নন্দন
পুরোচন দ্বারে অগ্নি দেহ এইক্ষন।
বৃকোদর পুরোচন দ্বারে অগ্নি দিল
অগ্নি দিয়া মাতৃসহ গর্ত্তে প্রবেশিল।
অন্য গৃহে জৌগৃহে দিয়া হুতাশন
সুলঙ্গে প্রবেশ কৈল পবন নন্দন।
মাতৃসহ পঞ্চভাই অতি শীঘ্র চলে
এথা জৌগৃহে ঘোর হইল অনল॥

অগ্নির পাইয়া শব্দ গ্রামে বাসীগন
জল লইয়া চতুর্দ্দিগে ধায়ে সর্ব্বজন।
নিকটে যাইতে শক্তি নাহিল কাহার
চতুর্দ্দিগে ভ্রমে লোক করে হাহাকার।
জৌদ্গত তৈলগন্ধ চতুর্দ্দিগে পাইল
জৌগৃহ বলিয়া লোকেতে জ্ঞাত হইল।
দুষ্ট ধৃতরাষ্ট্র কর্ম্ম কৈল দুরাচার
কপটে দহিল পঞ্চ পাণ্ডুর কুমার।
ধর্ম্মশীল পঞ্চ ভাই বিনা অপরাধি
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় সর্ব্বগুন নিধি।
তবে সভে জানিল পুড়িল পুরোচন
ভাল২ বলিয়া বলায়ে সর্ব্বজন।
নির্দ্দোষী জনের হিংসা করে যেই জন
এই রূপ শাস্তি তারে দেন ভগবান।

এত বলি কাঁদে যত নগরের লোক
পাণ্ডবের গুন স্মঙরি করে বহু শোক।
জননী সহিত এথা পাণ্ডুর নন্দন
সুরঙ্গ বাহির হৈয়া পুবেশিল বন।
ঘোর অন্ধকার নিশি গহন কানন
লতা বৃক্ষ কণ্টকেতে যায় ছয় জন।
রাজার কুমার সব রাজার গৃহিনী
তাহে অন্ধকার নিশি পথ নাহি জানি।
চলিতে না পারে কুন্তি ধর্ম্ম যুধিষ্ঠির
ধনঞ্জয় মাদ্রী পুত্র কমল শরীর।
কত দূরে যায় কুন্তি পড়ে অচেতনে;
শীঘ্র গতি যাইতে না পারে পঞ্চজনে।
তবে বৃকোদর নিল মায়ে কান্ধে করি
দুই কান্ধে মাদ্রীপুত্র হস্তে দোঁহা ধরি।

বায়ুবেগে যায় ভীম লৈয়া পঞ্চজনে
বৃক্ষশিলা চূর্ণ হয় ভীমের চরণে।
অতি শীঘ্র গতি যায় ভীম মহাবীর
নিশিযোগে উত্তরিল জাহ্নবীর তীর।
গভীর গঙ্গার জল অতি সে বিস্তার
দেখি হৈল চিন্তিত কেমনে হব পার।
চিন্তিত ভোজের পুত্রি পঞ্চসহোদর
গঙ্গাজল পরিমান করে বৃকোদর।
হেন কালে দিব্য এক আইল তরনি
পবন গমন তাহে শোভে পতাকিনি।
নৌকায় কৈবর্ত্ত বিদুরের অনুচর
না জানিয়া পঞ্চভাই চিন্তিত অন্তর।
দূরে থাকি কৈবর্ত্ত করিল নমস্কার
কহিতে লাগিল বিদুরের সমাচার।

আমারে পাঠাইয়া দিল পরম যতনে
তোমা সভা পার করিবারে নৌকা সনে
অবিশ্বাসি নহি আমি বিদুরের জন
সঙ্কেতে আমারে পাঠাইল তেকারন ।
যখন আইস সভে বারুনানগর
ম্লেচ্ছ ভাষে তোমারে সে কহিল উত্তর ।
যাহে জন্ম তাহে ভক্ষ শীতল বিনাশে
ইহার আশ্রয়ে ভয় যাই এই দেশে।
এই চিহ্ন বলে মোরে আসিবার কালে
পাঠাইল পার করিবারে গঙ্গাজলে ।
তাহার বচন শুনি বিশ্বাস জন্মিল
ছয় জন গিয়া নৌকা আরোহন হৈল ।
চালাইল নৌকা তবে পবন গমনে
পুনরুপি কহে দাস বিদুর বচনে ।

বিদুর বলিল এই করুনা বচন
এথা থাকি শিরে ঘ্রাণ করি আলিঙ্গন ॥
কত কাল অজ্ঞাত বঞ্চহ কোন স্থানে
দুঃখ ক্লেশ সহি কর কালের হরনে ॥
এই কথা কহিতে হইল গঙ্গাপার
মাতৃ সহ কুলে ওঠে পাণ্ডুর কুমার ।
কৈবর্ত্ত চাহিয়া বলে ধর্ম্মের নন্দন
বিদুরে কহিবে গিয়া মোর নিবেদন ॥
বিশম প্রমাদ হৈতে এবে হৈলাম পার
তোমা হৈতে পাণ্ডবের বন্ধু নাহি আর ॥
তোমার ওপায় হৈতে রহিল জীবন
ভাগ্য পুন্য হইলে হইবে দরশন ॥
এত বলি কৈবর্ত্তেরে করিল মেলানি
বনেতে প্রবেশ কৈল প্রভাত রজনি ॥

গঙ্গার দক্ষিণ তটে পাণ্ডব চলিল
উত্তরিনি বাহি নৌকা ধীবর দেশে গেল
এখানে প্রভাত হইল নগরের লোক
জতুগৃহ নিকটে আসিয়া করে শোক।
জল দিয়া নিবর্ত্তিল যে ছিল অনল
ভস্ম উকটিয়া সভে নিরক্ষে সকল।
দ্বার মধ্যে দেখিল পুড়িল পুরোচন
তাহার সুহৃদ যত ভাই বন্ধুগন।
অস্ত্রগৃহে পুড়িল এথা যত অস্ত্র ধারি
প্রত্যেকেং ভস্ম দেখিল বিচারি।
জতুগৃহদ্বারে তবে গেল ততক্ষন
দখিল অনলে দগ্ধ হৈছে ছয় জন।
দেখিয়া সকল লোক হাহাকার করে
গড়াগড়ি দিয়া বুলে ভূমির উপরে।

এই প্রকার তিন ভাই মাদ্রীর নন্দন
নিরক্রিয়া সর্ব্বলোক করয়ে ক্রন্দন।
এই কর্ম্ম করিল পাপিষ্ঠ দুর্য্যোধন
জৌগৃহ করিতে পাঠাইল পুরোচন।
দুষ্ট বুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্র সেহ ইহা জানে
কপট করিয়া দগ্ধ কৈল পুত্রগনে।
এক্ষনে আমরা সর্ব্ব করি এই কায
লোক পাঠাইয়া দেহ হস্তিনার মাঝ।
ধৃতরাষ্ট্রে বল না করিহ কিছু ভয়
মনোবাঞ্ছা পূর্ন তোর হৈল দুরাশয়।
হস্তিনানগরে দূত গেল শীঘ্র গতি
জানাইল সমাচার অন্ধরাজ প্রতি।
জৌগৃহে ছিলা কুন্তি পাণ্ডুর নন্দন
নিশাযোগে অগ্নি তাহে দিল কোন জন।

পুত্রসহ কুন্তিদেবী হইল দাহন
পরিবারসহ দগ্ধ হৈল পুরোচন।
এত শুনি ধৃতরাষ্ট্র শোকে অচেতন
ক্ষনেক নিঃশব্দ হৈয়া করেন ক্রন্দন।
হাহা কুন্তি যুধিষ্ঠির ভীম ধনঞ্জয়
হাহা সহদেব আর নকুল দুর্জ্জয়।
আজি সে জানিল আমি পাণ্ডুর নিধন
ভ্রাতৃশোক পাসরিল সভার কারন।
বহুরূপি বিলাপ করয়ে অন্ধবর
সমাচার হৈল গিয়া পুরীর ভিতর।
গান্ধারী প্রভৃতি ছিল যত নারীগন
শোকেতে আকুল সভে করয়ে ক্রন্দন।
ভীষ্ম দ্রোন কৃপাচার্য্য বাহ্লিক বিদুর
পাণ্ডবের মৃত্যু শুনি শোকেতে আতুর।

নগারের লোক সব কান্দয়ে শুনিয়া
পাণ্ডবের গুন সব বিনায়া বিনায়া।
কেহ ডাকে যুধিষ্ঠির কেহ বৃকোদর।
কেহ ধনঞ্জয় কেহ মাদ্রীর কোঙর।
হাহা কুন্তি বলি কেহ করয়ে ক্রন্দন
এই মত নগারে কান্দয়ে সর্ব্বজন।
তবে ধৃতরাষ্ট্র শ্রাদ্ধ করিল বিধান
ব্রাহ্মনেরে দিল বহু রত্ন ধেনুদান।
এথায় পাণ্ডবগান অতি দুঃখ ক্লেশ
হিড়িম্ব অরন্য মধ্যে করিল প্রবেশ।
পথশ্রম আগায়নে ক্ষুধা তৃষ্ণা যত
কহিতে লাগিল কুন্তি চাহি পঞ্চসুত।
বহু দুর জাইলাম অরন্য ভিতর
তৃষ্ণায় আকুল নাহি চলে কলেবর।

যাইতে না পারি আর বিনা জলপানে
কতক্ষণ বিশ্রাম করহ এই স্থানে।
এত শুনি যুধিষ্ঠির বলিল বচন
না জানিয়ে গেল কিবা জীয়ে পুরোচন।
দুষ্ট দুরাচার দুর্য্যোধনের মন্ত্রণা
এই সমাচার পাছে কহে কোন জনা।
তবেত সাজিয়ে বল আসিবে এথায়
কি করিব তবে পুনঃ কহত উপায়।
ভীম বলে নিঃশব্দে থাকত এইখানে
তৃপ্ত হৈয়া যাইব করিয়া জলপানে।
মাতৃসহ চারি ভাই রাখি বটমূলে
জল অনুসারে গেলা ভীম মহা বলে।
জলচর শব্দ বীর শুনি কত দূরে
শব্দ অনুসারে তথা গেল বৃকোদরে।

জলেতে মজিয়া ভীম কৈল স্নান পান
জল লইবারে ভীম নাহি দেখি স্থান ।
স্থল না পাইয়া ভীম বস্ত্র ভিজাইল
বসনে করিয়া জল লইয়া চলিল ।
দুই ক্রোশ গিয়াছিল জলের কারণে
ক্ষণমাত্র পুন আইল পবন নন্দনে ।
বসুদেব ভগ্নি মাতা কৌন্তের নন্দিনী
বিচিত্রবীর্য্যের বধূ পাণ্ডুর গৃহিনী ।
বিচিত্র পালঙ্ক তুলি শয্যা মনোহর
নিদ্রা নাহি হয় যার তাহার উপর ।
হেন মাতা গড়াগড়ি যায় ভূমিতলে
হরিং বিধি হেন লিখিল কপালে ।
কমল অধিক যার কোমল শরীর
হেন ভাই ভূমিতলে লোটায় শরীর ।

তিন লোকে ঈশ্বরের যোগ্য যেই জন
সহজ মনুষ্য প্রায় ভূমিতে শয়ন।
অর্জুন সমান বীর্য্যবন্ত কোন জন
হেন ভাই কৈল মোর ভূমিতে শয়ন।
সুন্দর নকুল সহদেব অনুপম
বীর্য্যবন্ত বুদ্ধিমন্ত সর্ব্বগুণধাম।
এ রূপে দুর্গতি নাহি হয় কোন জনে
দুষ্ট বুদ্ধি জ্ঞাতি দুর্য্যোধনের কারনে।
আপদে তরয়ে লোক জ্ঞাতির সহায়
বনে যেন বৃক্ষেং বাতে রক্ষা পায়।
দুর্য্যোধন কুলাঙ্গার হৈল জ্ঞাতি বৈরি
গৃহ তেজি যার হেতু বনে বনচারি।
দুর্য্যোধন কর্ন আর সকুনি দুর্ম্মতি
ধৃতরাষ্ট্র সেহ দুষ্ট করিল অনিতি।

দুর্য্যোধনে নাহিক ভয় রাজ্যে লুব্ধ হৈয়া
পাপেতে নিমগ্ন হইল নিদারুন হৈয়া ৷
পুন্যবল নাহি দুষ্ট জিয়ে দেব বলে
কোন দেব বর দায় হৈল কোন কালে ৷
তেকারনে আজ্ঞা নাহি করে যুধিষ্ঠির
গদার বাড়িতে তার লোটাউ শরীর ৷
কোন মন্ত্র মহৌষধি কৈল কোন জন
তেকারনে রহে দুষ্ট তোমার জীবন ৷
ধর্ম্ম আত্মা যুধিষ্ঠিরে করে পাপাচার
তেকারনে এত দুঃখ আমা সভাকার ৷
কোন কর্ম্মে অশক্য হইয়া আমি সব
তভু আজ্ঞা নাহি করে মারিতে কৌরব
কহিতে কহিতে ক্রোধি হৈল বৃকোদরে
দুই চক্ষু লোহিত কচালে দুই করে ৷

পুনঃ ক্রোধ সম্বরিয়া দেখে ভ্রাতৃগণে
নিদ্রা ভঙ্গ নাহি করে বিচারিয়া মনে।
জাগিয়া রহিল ভীম বট বৃক্ষমূলে
চারি ভাই মাতা নিদ্রা যায়েন বিভোলে।
হেন কালে হিড়িম্ব নামেতে নিশাচর
বিপুল বিস্তার কায় লোকে ভয়ঙ্কর।
দন্তপাটি বিদাকাটী জিহ্বা লহলহ
দীর্ঘকর রক্তবর্ণ চক্ষু কূপ গৃহ।
কৃষ্ণঅঙ্গ অতি রঙ্গ শিরো কদ্রুবীন
সেই কাল ছিল ভাল মহির ওপর।
পাইয়া গন্ধ হইয়া অন্ধ চতুর্দ্দিগে চায়
চন্দ্র প্রভা মুখ শোভা জলরুহ প্রায়
সুশোভন ছয় জন দেখি বট মূলে
হৃষ্ট মতি ভগ্নি প্রতি নিশাচর বলে।

চিরদিন ভক্ষহীন ছিল ওপবাসে
দৈবযোগে দেখ আগে পাইল মানুষে
বসি গৃহ নিজ প্রিয় মাংশ ওপনিত
ছয় জনে মোর স্থানে আনহ ত্বরিত।
নাহি ভয় নিজালয় যাহ শীঘ্রগতি
মোর বন কোন জন বিরোধিব ইতি।
নিজ ভ্রাতৃ বোলে তবে চলিল রাক্ষসী
বীরবর বৃকোদর যথায় আছে বসি।
মহাভারতের কথা অমৃত সমান
কাশীরাম দেব কহে শুনে পুন্যবান।

নিশাচরী দূরে থাকি বীর বৃকোদরে দেখি
শরীর নেহারে ঘনেঘন

কিবা সুমেরুর চূড়া   যেন শালদ্রুম কোঁড়া
   শশীমুখ পঙ্কজ নয়ন ।
সিংহের বিক্রম বীরে   ভুজযুগ করিকরে
   কম্বু কণ্ঠ খগবর নাশা
অঙ্গ নিরক্ষিয়া ক্ষনে   পিড়িল অনঙ্গবাণে
   মনে চিন্তে হিড়িম্বের স্বসা ।
এমন সুন্দর রূপে   নাহি দেখি ইহলোকে
   যক্ষ রক্ষ মানুষ ভিতরে
মোর ভাগ্য হেতু বিধি   মিলাইল হেননিধি
   স্বামী আমি করিব ইহারে ।
ভাই মোর দুরাচারী   এ হেন পুরুষ মারি
   মাংশ হেতু খাইবেক সুখে
ইহারে রাখিয়ে আমি   বরিয়ে করিয়ে স্বামী
   চিরকাল বঞ্চিব কৌতুকে ।

এতেক কামনা করি　　কামরূপে নিশাচরী
　দিব্যরূপ হইল কামিনী
মুখ পদ্মা শরদশশী　　নয়ন কুরঙ্গ ভুমি
　স্তনযুগ বরা নিতম্বিনী।
কামের কামনা ভুরু　　তিলপুষ্প নাশাচারু
　শ্রুতিযুগ নিন্দিত গিধিনী
করিকর যুগ ওরু　　ওলট কদলি তরু
　মত্তবর মাতঙ্গ চলনি।
চম্পক কুসুমআভা　　অঙ্গের বরন শোভা
　কটাক্ষে মোহিত মুনিগন
আসিয়া ভীমের পাসে　　সলজ্জিত মৃদুভাষে
　কহে যেন কোকীল ভাষন।
কহ তুমি কোন জন　　কোথা হইতে আগমন
কি হেতু আইলা এই বনে

দেবতার মূর্ত্তি প্রায় ভূমিতলে নিদ্রা যায়
কেবা হয় এই চারি জনে।
নিদ্রা যায় নিরুপমা সুবদনী ঘনশ্যামা
এ রামা তোমার কেবা হয়
এ ঘোর দুর্গমবনে নিদ্রা যায় অচেতনে
নাহি জান রাক্ষস আলয়।
তিলেক নাহিক ভয় যেন আপনার ঘর
অতিশয় দেখি দুঃসাহস
এই বন অধিকারী পাপ আত্মা দুরাচারী
ভয়ঙ্কর হিড়িম্ব রাক্ষস।
হয় সে আমার ভ্রাতা মোরে পাঠাইল এথা
তোমা সভা ধরিয়া লইতে
মনুষ্যাদি জন বৈরি মাংসলোভী পাপকারী
ইচ্ছা কৈল তোমায় খাইতে।

দেখিয়া তোমার অঙ্গ পিড়িল মোরে অনঙ্গ
স্বামী করি বরিনু তোমারে
মিথ্যা নাহি কহি আমি বুঝি কার্য্য কর স্বামী
সাবধান হও রাক্ষসেরে।
আজ্ঞা কর এইক্ষনে লৈয়া যাই অন্য স্থানে
পর্ব্বত কন্দর অন্য বনে
হিড়িম্বার মুখে শুনি মেঘের নিনাদ বানি
বৃকোদর কহে ততক্ষনে।
দেখি তোরে সুলক্ষনী কহিস অনিত বানী
এই কথা না সম্ভবে লোকে
কেন হেন দুরাচারী ভ্রাতৃ মাতৃ পরিহরি
স্ত্রী জাতি হইয়া কামুকে।
ইহা সভা রাক্ষসমুখে দিয়া আমি যাব সুখে
তোমারে লইয়া অন্য স্থান

কহিতে এমন কায মুখে তোর নাহি লাজ
কামশরে হইলি অজ্ঞান।
এত শুনি নিশাচরী কহে জোড়কর করি
মৃদু২ মধুর বচনে
আজ্ঞা কর মহাশয় যে তোমার প্রিয় হয়
প্রাণ পনে করিব এক্ষনে।
বড় দুষ্ট মোর ভ্রাতা এক্ষনি আসিবে এথা
সাবধান হইতে জুয়ায়
জাগাইয়া সর্ব্বজনে মোর পৃষ্ঠে আরোহনে
লইয়া যাইব অন্য ঠাঞী।
ভীম বলে ভ্রাতৃমায় সুখে শুয়া নিদ্রা যায়
কেন নিদ্রা করিব ভঞ্জন
তোর ভাই কোন ছার কেবা ভয় করে তার
আমি তারে না করি গণন।